খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান সংবাদ প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 19 ❑ 24 July, 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বাগদাতে বিজেপি'র সিএএ শিবির

সংবাদদাতা ঃ নাগরিকত্বের আইন পাস হওয়ার পর থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এর আগেও একাধিকবার বলেছেন, সি এ এ এই রাজ্যে চালু করতে দেবেন না। সম্প্রতি বাংলা ভাষা এবং বাঙালিদের উপর বিজেপি বিদ্বেষী অভিযোগ তুলে পথে নেমেছেন তিনি। বাংলা ভাষা আন্দোলনের ডাকও দিয়েছেন তিনি। বছর ঘুরলেই এ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে মতুয়া অধ্যুষিত বাগদা বিধানসভা এলাকায় নাগরিকত্বের আবেদনের জন্য শিবিরের আয়োজন করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। এই শিবির নিয়ে সাধারণ মানুষ সহ মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে বলেই বিজেপিকে নিশানা করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

বৃহস্পতিবার বাগদা ব্লকের কোনিয়াড়া ২ পঞ্চায়েতের চুয়াটিয়া বাজার এলাকায় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন পত্র পূরণ করার একটি শিবির খোলা হয়েছে। এই শিবিরের উদ্যোক্তা বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির বিরোধী দলনেতা সৌরভ গয়ালি। এদিন গ্রামের অনেকেই সি এ এ এর জন্য আবেদনের ফর্ম ফিলাপ করতে এসেছেন। বিজেপির পক্ষ থেকে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, প্রায় শতাধিক গ্রামবাসী এদিন নাগরিকত্বের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সৌরভ গয়ালি বলেন,কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থেকে প্রধান মন্ত্রী বারবার সি এ এর জন্য আবেদন করার পরামর্শ দিয়েছেন। সেই কারণেই বিজেপির পক্ষ থেকে এদিন শিবির করা হয়েছে। গ্রামের অনেকেই এই শিবিরে এসে আবেদন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, রাজ্যের নির্বাচনের আগেই বিজেপি নেতৃত্ব সি এ এ ইস্যু তোলেন। সাধারণ মানুষ সহ মতুয়াদের বিভ্রান্ত করার জন্যই শিবির চালু করেছে বিজেপি। এটা ভোট রাজনীতি ছাড়া কিছু নয়।

দেশ জুড়ে মধ্যস্থতার মাধ্যমে ৩ মাস ব্যাপী আইনি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচী

নীরেশ ভৌমিক ঃ দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে গত ১ জুলাই থেকে সারা দেশে জুড়ে শুরু হয়েছে মধ্যস্থতার মাধমে আইনি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচী।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা আইনি পরিষেবা কমিটির সচিব মহঃ নূরজামান খাঁন জানান, মহকুমা, জেলা আদালত সহ দেশের সমস্ত আদালতে ৯০ দিন ব্যাপী আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সামলার নিষ্পত্তি করণ চলবে। এতে বাদী বিবাদী উভয়েরই সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে। বাধ্যতামূলক রায়ের পরিবর্তে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে গ্রহনযোগ্য সমাধান সম্ভবপর হয়। ফলে দীর্ঘ মেয়াদী মামলার মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

উত্তর ২৪ জেলা আইনি সহায়তা দপ্তরের অফিস মাস্টার অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী বলেন, অথথা মামলার দীর্ঘ সূত্রিতায় সাধারন মানুষ বিচার প্রক্রিয়া ও আইনি ব্যবস্থার প্রতি অচলায়তন ধারণা পোষণ করে থাকেন প্রায়শই, সেকারনেই আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের এই বিশেষ ব্যবস্থা ও উদ্যোগ গ্রহন। আপনার পরিচিত আইনজীবীর সাথে আলোচনা করে এই ব্যবস্থায় মামলটির নিষ্পত্তির সুযোগ নেওয়া সম্ভব।

তবে দায়রা (সেশনস) অর্থ্যাৎ ক্রিমিনাল কেসের ক্ষেত্রে লঘু ধারার মামলা ছাড়া অন্য মামলা গুলি এক্ষেত্রে আদালতের অনুমোদন পাবে না। গার্হস্থ্য সংক্রান্ত মামলা, দেওয়ানী অর্থ্যাৎ জমিজমা সংক্রান্ত মামলা, মোটর দুর্ঘটনা ও খোরপোষ বিষয়ক মামলা গুলি আলোচনার মাধ্যমে অনায়াসেই মেটানো সম্ভব।

জেলা আইনি পরিষেবা দফ্তরের দায়িত্বশীল কর্মী অনিরুদ্ধ বাবু আরোও জানান, যে কোন ব্যাপারে সাহায্য ও পরামর্শের জন্য সম্পূর্ণ নিখরচায় নিকটবর্তী আদালত ও আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে অবগত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কেবলমাত্র আপনিই, আপনার মামলা নিষ্পত্তির অনেকখানি এখন আপনার-ই হাতে। বিচার ব্যবস্থার এই মহতী উদ্যোগকে সাধারন এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন সাধুবাদ জানান।

ইছামতি নদীর উপরে ভাসমান পদ্ধতিতে চাষ করে তাক লাগিয়ে দিল বাগদার যুবক

রাহুল দেবনাথ ঃ প্রবল বর্ষণে চারিদিকে বহু ফসল জলের তলায়, মাথায় হাত পড়েছে চাষীদের, বাজারে সবজির দামে আগুন লেগেছে। এরই মাঝে ইছামতি নদীর উপরে ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ করে তাক লাগিয়ে দিল বাগদা থানার অন্তর্গত কুলেখাড়ার মতন শাক তৈরি হয়, সেখান থেকেই আমার মাথায় আসে যে, এই সমস্ত শাক তৈরি হলে অন্যান্য সবজি তৈরি হবে না কেন? এবং তারপরেই আমি নদীর কচুরিপানা এক জায়গায় করে সেরকম ধাপ তৈরি করে তার ওপর বিভিন্ন সবজির বীজ বুনি।

সিন্দ্রানি গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়ের মাঠ গ্রামের কৃষক জয় বিশ্বাস। দীর্ঘদিন ধরেই ইছামতি নদী অবরুদ্ধ হয়েছে কচুরিপানায়। সেই নদীর কচুরিপানা এক জায়গায় করে পচিয়ে ধাপ তৈরি করেছে, তারপর চাষ করেছে ঢেঁড়স, বেগুন, লঙ্কা, হলুদ, পুঁই শাক।

এ বিষয়ে কৃষক জয় বিশ্বাস বলেন, আমার খুব অভাবের সংসার। নিজস্ব জমি জমা কিছুই নেই, সর্বত্র নদীর মধ্যে দেখা যায় যেখানে কচুরিপানা এক জায়গায় হয়ে পচে গেছে সেই ধাপের উপরে কলমি, মালঞ্চ, হেলেঞ্চা, এবং দেখা যায় গাছগুলি খুব ভালো হয়েছে এবং ঢেঁড়স, বেগুন লংকা ফলেছে, যা দেখে আমি অত্যন্ত খুশি, আগামীতে অন্যান্য সবজিও চাষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অভিনব এই চাষের খবর শুনে অনেক উৎসাহী ব্যক্তিরা এসে ভিড় করছে খড়ের মাঠ গ্রামে ইছামতির পারে, অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান্ধব পদ্ধতিতে এই চাষে পরিষ্কার হবে ইছামতীর কচুরিপানাও। আগামীতে কতটা ছড়িয়ে পড়ে এই কৃষি পদ্ধতি এখন সেটাই দেখার।

দুই সন্তানের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবার

সংবাদদাতা ঃ নাওভাঙ্গা নদী যেন প্রাণ কাড়ল দুই ভাইবোনের! ঘটনায় শোকের ছায়া নামলো নরহরিপুর গ্রামে। খেলতে বেরিয়ে আর ফেরা হল না দুই শিশুর। পেট্রাপোল থানার নরহরিপুর গ্রাম এলাকার নাওভাঙ্গা নদীতে ডুবে মৃত্যু হল বছর সাতের অঙ্কিতা মন্ডল ও বছর পাঁচের সিদ্ধার্থ মন্ডলের। একই পরিবারের দুই শিশুর এমন মর্মান্তিক মৃত্যুকে ঘিরে কান্নার রোল নেমেছে গোটা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে অঙ্কিতা ও তার ছোট ভাই সিদ্ধার্থ খাওয়া-দাওয়া সেরে খেলতে বের হয়। দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও তারা বাড়ি না ফেরায় উদ্বিগ্ন পরিবার খোঁজাখুঁজি শুরু করে। আশপাশের এলাকা তন্নতন্ন করে খোঁজ করলেও দীর্ঘ প্রায় কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলেও মেলেনা কোন খোঁজ। এরই মাঝে হঠাৎই স্থানীয় এক ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী ওই নাওভাঙ্গা নদীতে স্নান করতে নেমে তার পায়ে কিছু বাধার অনুভূতি পান। বিষয়টি নজর দিয়ে দেখতেই, জল থেকে টেনে তোলেন অঙ্কিতা মন্ডলের নিথর দেহ। সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা নদীতে নেমে খোঁজ করে সিদ্ধার্থের দেহও উদ্ধার করেন। তড়িঘড়ি দুই শিশুকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। একসঙ্গে দুই শিশুর এমন মৃত্যুতে রীতিমতো শোকে পাথর গোটা পরিবার। এলাকার দুই শিশুর এমন করুণ পরিণতি যেন কেউই মেনে নিতে পারছেন না।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯ / ৭০৭৬২৭১৯৫২

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
Mobile No.- 8944800404

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ১৯ ❐ ২৪ জুলাই, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

SIR-ই কী ঘুরপথে CAA লাগু করার প্রচেষ্ট!

২০১৯ সালে সংসদে পাশ হওয়া CAA বিল ২০২৪ সালের ১১ মার্চ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে পরিণত হয়। এই আইনে বলা হল— পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্থান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে ভারতে আগত ছয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তার জন্য প্রয়োজন ছয় রকমের বিধি, যা সকলের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। ২০২৪-এর ভোট যুদ্ধ শেষ হলেও CAA তে সেভাবে সাড়া না পওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫ সালে অন্য পথ অবলম্বন করেছে। SIR (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) বা ভোটার তালিকা পুণর্মূল্যায়ন-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার CAA লাগু করতে চাইছে বলে বিরোধী দল সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলি অভিমত পোষণ করছে। অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশি রাজ্য বিহারে SIR এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সকলেরই আশঙ্কা— এরপর পশ্চিমবঙ্গের পালা। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন থেকে BLO- দেরকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে বারবার বলা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে CAA লাগু হতে দেওয়া হবে না। কারো ভোটারধিকার কেড়ে নিতে দেওয়া হবে না। যা নিয়ে রাজ্য সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে শুরু হয়েছে জোর তর্জা। এরই মধ্যে আবার উত্তর ২৪ পরগণার বাগদাতে বিজেপি'র পক্ষ থেকে CAA তে আবেদনের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছে, যা নিয়ে শুরু হয়েছে চাপান উতোর। সাম্প্রতিককালে আবার ভাষার কারণে, সোজা কথায় বললে, বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে বাংলাভাষীদের নিপীড়িত হতে হচ্ছে ভারতের ভিন্নরাজ্যে। সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের। বহুবছর ধরে কাজ করা বাংলার শ্রমিকরা আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে কর্মস্থল ছেড়ে ফিরে আসছে নিজের রাজ্যে। তার মধ্যেই অনেক বাংলাভাষীদের মধ্যে শুরু হয়েছে CAA আতঙ্ক। নির্বাচন কমিশন SIR-কে যতই ভোটার তালিকা পুণর্মূল্যায়ন বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে CAA কে লাগু করার বীজমন্ত্র- এটা অভিজ্ঞ মহলের ধারনা। ভারতেরই বিভিন্ন রাজ্যে ভাষার কারণে বাঙালী নিপীড়নের সাথে সাথে SIR এর মাধ্যমে দিনমজুর খেটে খাওয়া বাঙালীদের জীবন আরও দুর্বিসহ উঠবে কি না, তা জানে শুধুই ভবিতব্য।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশের পর...

UDHR নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা চলছে, এবার একটু বর্তমান পরিস্থিতির দিকে চোখ রাখা যাক। আসলে মানবাধিকার সনদ অথবা UDHR ঘোষণা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার পরে মানুষের অধিকার রক্ষায় একটি সার্বজনীন মানদণ্ড তৈরি করা। সব মানুষের মধ্যে সমতা, মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। মানবাধিকার লঙ্ঘন ঠেকাতে রাষ্ট্রগুলির উপর নৈতিক দায় সৃষ্টি করা এবং রাষ্ট্রগুলিকে যুদ্ধ থেকে বিরত অথবা দূরে রাখা। বাস্ত বিক ক্ষেত্রে সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

সাম্প্রতিক অতীত এবং বর্তমানে রাশিয়া - ইউক্রেন, হামাস - ইজরাইল যুদ্ধ অব্যাহত আছে। বিশেষত ইজরাইলের আগ্রাসন যেভাবে গাজার উপর নেমে এসেছে, হাসপাতাল-আশ্রয়শিবিরের উপর বোমাবর্ষণ, নারী ও শিশুসহ অসংখ্য মানুষের মৃত্যু মানবতার চরম অবমাননা হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে। ইজরায়েলের ইরান আক্রমণ এবং ইরানের প্রত্যাঘাত এইসব ক্ষেত্রেই অসংখ্য সাধারণ মানুষের সম্পত্তি ও প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। ভারতের পহেলগামে পাকিস্তানের মদত পুষ্ট জঙ্গিদের হাতে নিহত হয়েছেন সাধারণ পর্যটক। ভারতের প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের বেশ কিছু জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছে। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। অবশেষে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের (আমেরিকার দাবি অনুসারে) হস্তক্ষেপে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি সম্ভব হয়েছে। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, রাষ্ট্রগুলির আগ্রাসন নীতি, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন এসব বৃহৎ রাষ্ট্রের বিশ্বজুড়ে খবরদারি প্রতিমুহূর্তে মানবাধিকারকে সংকুচিত করছে ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা পত্র (UDHR) বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকবার ICCPR এবং ICESCR-এর কথা উঠে এসেছে। সুতরাং এই দুটি বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়োজন রয়েছে। UDHR-এর মাধ্যমে জাতিসংঘ চেয়েছিল যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার পরে মানুষের অধিকার রক্ষায় একটি সার্বজনীন মানদণ্ড তৈরি হোক। সব মানুষের মধ্যে সমতা, মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত হোক। মানবাধিকার লঙ্ঘন ঠেকাতে রাষ্ট্রগুলির উপর নৈতিক দায় সৃষ্টি হোক। কিন্তু এটা কোন চুক্তি ছিল না। UDHR ছিল একটি সার্বজনীন ঘোষণাপত্র! যেহেতু এটি কোন চুক্তি নয়, কোনও রাষ্ট্রই আইনগতভাবে এই ঘোষণাপত্র মানতে বাধ্য ছিল না। তাই UDHR-কে আইনি ও বাধ্যতামূলক রূপ দিতে জাতিসংঘ দুটি মৌলিক চুক্তি গ্রহণ করল।

চলবে...

ভ্রমণ ঃ

কাশ্মীর-এ এক পরিবার

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

ওখানে একটি ডুপ্লিকেট সুইজারল্যান্ড আছে। ঘোড়ায় যেতে হয়। প্রথম প্রথম যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ অনেকেই করেছিল। আমরা অবশ্য যেতে চাইনি। পরে লক্ষ্য করলাম, এই সুইজারল্যান্ডে কেউই যায়নি। কারণ বুঝলাম না। বাস ছাড়লো বেলা তিনটেয়। এক কিলোমিটার দূরে লিডার নদীর ধারে একটা সবুজ পার্কে আমরা বসে ছিলাম। বৃষ্টি আসছে, চারিদিক অন্ধকার হয়ে আছে। পরিবেশ ভীষণ ভালো লাগছে। ভাবলাম বৃষ্টিতে ভিজলেই বা ক্ষতি কী! সবুজ পার্কে আমাদের পরিবারের অনেককেই ছবি তুলে দিলাম। রামদা বৌদিকে একটু আড়াল হলেই ভীষণ মিস করেন। বৌদিও এরকম অনেক সময় অন্য দলে ভিড়ে যান। আট বছর রিটার্ড করা রামদা বৌদি অন্তে প্রাণ। সেজন্য আমরা সবসময় ঠাট্টা করতাম। রামদা, বৌদি আছেন তো! আসার সময় বৌদিকে একটা ইনসিওরেন্স করে আসলে ভালো হতো। আমরা শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পহেলগাঁও থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব ৯৪ কিলোমিটার। ১৩ কিলোমিটার দূরে পড়েছিল পামপুর সেখানেই জাফরান চাষ হয়। আশ্বিন-কার্তিক (অক্টোবরে) সামান্য শীতে সোনালি আভার ফুল ফোটে জাফরানের। একটা বড় দোকানে প্রবেশ করে অনেকেই বাড়ির জন্য জাফরান কিনলো। যদিও দাম শুনলে মাথা ঘোরে। বিশ্বে দুই জায়গায় জাফরান চাষ হয়। স্পেন ও পামপুর'। বাস চলতে চলতে ৩৫ কিলোমিটার দূরে "সংগ্রামার" ক্রিকেটের ব্যাট তৈরীর কারখানায় দাঁড়ালো। হাইওয়ের দু-পাশ জুড়ে উইলো কাঠ দিয়ে তৈরি হয় ক্রিকেটের এই ব্যাট। লোকাল প্রোডাক্ট। সেজন্যে দামেও সস্তা। পরিবারের অনেক সদস্য ব্যাট কিনে নিল। বৌদি উইলো গাছ চিনিয়ে দিলেন রাস্তায় যেতে যেতে। অনেক জায়গায় উইলো বাগান চোখে পড়ল। উইলো কাঠ ছাড়া নাকি ক্রিকেটের ব্যাট তৈরি হয় না। ছেলে কুন্তল ও বাবা নির্মল সুন্দর দুটি ব্যাট কিনেছে। বন্ধু মনে হয়। ছেলে যাদবপুরে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। বাবাকে সব জিনিস বুঝিয়ে দেয়। বাবা ছাত্রের মতো বিষয়গুলি আত্মস্থ করে। সামনের দুটো সিটে একটি দিদিমণি, অপরটিতে বৌদি। দিদিমনির শরীরটা বেশ খারাপ। পাকস্থলী ফাঁকা রাখা চলবে না। সেজন্য কাজু কিসমিচ সর্বদা সঙ্গে আছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের বোটানি পড়ান দিদিমণি, নিজস্বতা এবং ব্যক্তিত্বের কাছে আমরা বরাবরই আত্মসমর্পণ করেছি। আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। মাঝে মাঝেই আমি নেড়ে দিয়ে তার বক্তব্য শুনতাম। উদয়ন সাইকাসের ফিমেল কোন (cone) জোগাড় করেছে। দিদিমনির কাছ থেকে ব্যাখ্যা নেয়ার জন্য গেলাম। দিদিমণি বললেন এটা ফিমেল কোণ। কেন এরকম হয়, তার ব্যাখ্যাও দিলেন। যেতে যেতে বাস দাঁড়ালো। দেখলাম খরস্রোতা লিডার নদীতে রাফটিং পয়েন্ট দেখার জন্য দাঁড় করিয়েছে। অনেকেই বোটে উঠেছে রাফটিং দেখার জন্য। আবার অনেকেই বোটে উঠেছে রাফটিং করার জন্য।

এই দুঃসাহসিক অভিযান দেখা

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

আমাকে ময়াল সাপ গিলে ফেলতে না পারলেও, কামড়িয়ে তো নিতে পারে। তাহলে দিদি জামাইবাবুকেই তো বাবা-মায়ের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে!' এরপর আমি আর পদ্ম বনে যাইনি। আর বর্ষাকালে বাঁওড়ে নামাও বারণ ছিল।

পনেরো

মানুষের জীবনের সময় সরল ভাবে চলে না। সময়ের আঁকেবাঁকে অনেক কষ্ট অনেক বেদনা গোপনে প্রতীক্ষা করে। আবার কখনও কখনও শান্তি দায়ক বিষয় আনন্দে ভরিয়ে তোলে মনকে। একদিন স্কুল বেলায় সংবাদ পৌঁছাল— ঠাকুমা চলে গেছেন। শুনেছিলাম ঠাকুরমার পঁচাত্তরে পৌঁছাতে আর একটা বছর বাকি। দাদুই বলতে পেরেছিল ঠাকুমার বয়সের কথা। বড় আপনজন! কথাটা শুনে মনে দুঃখ আশঙ্কা দুটোই তৈরি হল।

এই বয়সেই আমি মৃত্যুকে কাছ থেকে দেখেছি। বিশ্বাস বাড়ির গিন্নির পান গলায় বেঁধে মৃত্যু। সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম, মৃত্যুর অন্ধকারে চলে যাওয়া প্রতিটা জীবের অবশ্যম্ভবী পরিণতি। কোনও না কোন একটা অজুহাতেই সে মৃত্যু আসতে পারে। বার্ধক্যের কারণেও মৃত্যু আসে। পঁচাত্তার বছর বয়স যথেষ্টই বটে, আবার অনেকের কাছে তা নয়। তবে ঠাকুরমা একজন শীর্ণকায় ছোটখাটো মানুষ। যথেষ্ট অসুখে ভুগতেন।

ঠাকুরমা পয়সা চিনতেন না। যখন বাড়ি থাকতাম, আমার ঘুড়ি, মার্বেল, লাট্টুর অভাব হত না। ঠাকুমার কাছে চাইলে পেয়ে যেতাম। উনি এক মুষ্টি পয়সা আমার সামনে মেলে ধরতেন। বলতেন, "দাদাভাই, তোমার যেটুকু দরকার সেইটুকুই নেবে। তাহলে আবার পরে চাইলে পাবে। আমি দু-একদিন বেশি পয়সা নিয়ে দেখেছি। পরেরবার চাইলেই আবার ঠাকুরমা পয়সা ভর্তি মুষ্টি আলগা করে, আগের কথাগুলোই বলেছেন। সেই ঠাকুমা এখন পুরোপুরি মৃত্যুর অন্ধকারে চলে গেছেন।

সেদিন আমি ক্লাসে বসে আছি। সুবোধবাবু ইতিহাস ক্লাস নিচ্ছেন। লাইব্রেরীর ষষ্ঠীদা আমাকে এসে জানাল, "তুমি বাড়ি চলে যাও। তোমার বাড়ি থেকে একটা সংবাদ এসেছে। হেডস্যার তোমাকে বাড়ি যেতে বলেছেন।"

আমি বই গুছিয়ে সুবোধ বাবুর দিকে তাকালাম। দেখলাম, উনিও একটা কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কী চিন্তা করছেন বুঝতে পারছিনা। তবুও আমার মুখের দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন। অকস্মাৎ ছুটি নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পিছনে কিছু একটা কারণ থাকে। আমার মনেও সেই সংশয়টা এসে গেল, 'বাড়িতে এমন কী ঘটলো, যে আমাকে এখন ডাকছে !'

বাড়িতে ঢুকে দেখলাম, দিদির চোখ ছল ছল করছে। আমাকে ধরে খানিকক্ষণ হতভম্বের হয়ে বসে থাকল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলল, "জানিস খোকা, আমাদের ঠাকুমা মারা গেছেন। তপনের দাদা বনগাঁয় মাল কিনতে যায় সকাল বেলা। মৃন্ময় ওর বন্ধুর দোকানে খবর দিয়ে এসেছিল। ওখান থেকে পান সুপারি তামাক এইসব কেনে, মৃন্ময় জানত। স্বপন বনগাঁ থেকে ফিরে আমাকে এই খবরটা দিয়ে গেল। "

কান্নাটা আমার গলা দিয়ে সশব্দে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, সেসময় দিদি আমাকে বলল, "ভাই, এখন কান্নাকাটি করে লাভ নেই। তুই একা একা বাড়ি যেতে পারবি? তোর জামাইবাবু স্কুল থেকে আসলে, আমি ওনার সাইকেলে করে ঝিনু-কে নিয়ে যাব। তখন তিনজন তো একসাথে যাওয়া যাবে না। তাই তুই যদি আগে হেঁটে একা বাড়ি যেতে পারিস, আমরা পরে চলে যাব। এ কথা তোর জামাইবাবু বলে পাঠিয়েছে।"

কান্নাটাকে মনের মধ্যে আটকে রেখে, চিন্তা করতে লাগলাম। চোদ্দো বছর বয়সের সাহস অসীম। সেই সাহসই মনকে পরিচালনা করল। নির্দ্বিধায় দিদিকে জানিয়ে দিলাম, "সে আমি যেতে পারব। কিন্তু ঘাটবাঁওড় থেকে বাড়ি হেঁটে যেতে গেলে একটু কষ্ট হবে!" তারপরে বললাম, অসুবিধা নেই, আমি যে কোনও ভাবে চলে যাব। "

দিদি সাথে সাথে বলল, "তুই ঘাটবাঁওড় থেকে হেঁটে যাবি কেন! আমি পয়সা দিয়ে দেব, ওখান থেকে বাসে বা ভ্যান রিক্সায় যেতে পারবি না! "

"পারব না কেন ? ওখানে দাঁড়ালেই বাসের কনডাক্টর হাত ধরে আমাকে বাসে তুলে নেবে। "একথা বলতেই, দিদি আমার যাওয়ার জোগাড় করতে লাগলো। একটা কাপড়ের ব্যাগের মধ্যে আমার দু' তিন সেট জামা প্যান্ট দিয়ে দিল। বলল, "তোকে ওখানে থাকতে হবে। পনেরো দিন না

চলবে...

মিথ্যে অপবাদে ফাঁসানোর অভিযোগ এল আই সি এজেন্ট প্রশান্তের

সমাচার ঃ গাইঘাটার বকচরা গ্রামের বাসিন্দা পেশায় কোয়াক ডাক্তার ও ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের বনগাঁ শাখার একজন এজেন্ট প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস এর বিরুদ্ধে পাড়ারই এক মহিলা শ্লীলতা হানির অভিযোগ তুলেছেন।

এ বিষয়ে প্রশান্ত বাবু জানান, গত ৯ জুলাই রাতে গাইঘাটা থানা পুলিশ তাঁকে বাড়ি থেকে ধরে থানায় দিয়ে যায়। অভিযোগ, তিনি নাকি বিগত ১ জুলাই দুপুর বেলায় পাড়ারই বাসিন্দা মিতালি মল্লিক রায় এর শ্লীলতা হানি করেছেন পরদিন অভিযুক্ত প্রশান্তকে বনগাঁ মহকুমা আদলতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ৬ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। প্রশান্ত জানান, পুলিশ বিষয়টির কোনও প্রকার তদন্ত না করেই এবং তার কোন কথা না শুনেই একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় অভিযুক্ত করে কোর্টে পাঠায়।

অথচ ওই ১ জুলাই তারিখে তিনি বাড়িতেই ছিলেন না। হুগলি জেলার চুঁচুড়ায় এল আই সি এজেন্টদের একটি ট্রেনিং এ অংশগ্রহনের জন্য তিনি ৩০ জুন বিকেলে বাড়ি থেকে চুঁচুড়ায় চলে যান, সেখানে দুদিনের প্রশিক্ষন শেষ করে ২ জুলাই রাতে বাড়ি ফেরেন। প্রশান্তর বাড়ির লোকজন এল আই সি অফিসের ডেভলপমেন্ট অরুন মণ্ডলের সহযোগিতায় সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করে ১৫ জুলাই পরবর্তী শুনানির দিন বিচারকের নিকট পেশ করলে বিচারক প্রশান্তকে জামিনে মুক্তি দেন। প্রশান্তর আত্মীয় পরিজন ও পাড়া প্রতিবেশিগণের প্রশ্ন ১ জুলাই এর ঘটনার অভিযোগ দায়ের হল ৮ দিন পর অর্থাৎ ৯ জুলাই অথচ পুলিশ এ বিষয়ে কোন তদন্ত না করে পলিসি করার কথা বলে ফোন করে রাত সাড়ে সাড়ে ৯ টা নাগাদ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যান।

রাতে তাঁকে কোন খাবারও দেওয়া হয়নি বলে প্রশান্ত আরোও জানান, ওই মহিলার স্বামী বিজন রায়ের সাথে একটি বিষয়ে তার কথাকাটি হয়েছিল। সে কারনেই সে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে বউকে দিয়ে আমার সম্মান ও অর্থ হানির চক্রান্ত করে। সত্যের জয় হবে। তিনি সুবিচার পাবেনই — এই আশা ব্যক্ত করেন।

বাংলা ভাষীদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে চাঁদপাড়ায় সি পি এমের পথসভা

সংবাদদাতা ঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম এর রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন জায়গা নেই। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাভাষী

মানুষজনের উপর আর এস এস ও বিজেপি'র আক্রমন এবং উচ্ছেদের পরিকল্পনার প্রতিবাদে চাঁদপাড়ায় মিছিল ও পথসভা করে সি পি আই এম এর গাইঘাটা পূর্ব এরিয়া কমিটি।

গত ২১ জুলাই অপরাহ্নে চাঁদপাড়া বাজারে সিপিআইএম এর মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন পূর্ব এরিয়া কমিটির সম্পাদক স্বপন ঘোষ ও প্রবীণ নেতৃত্ব কপিল ঘোষ প্রমুখ। মিছিল শেষে চাঁদপাড়া বাস স্ট্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত সভায় দলের বিশিষ্ট নেতা ও বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ সিটু নেতা কৃষ্ণ চৌধুরী, শিক্ষক প্রশান্ত দাস, যুব নেতৃত্ব ময়ূখ মণ্ডল ও দলীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও শিক্ষক শতদল দেব, তপন দে সহ আরোও অনেকে। বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক সহ বসবাসকারী বাংলাভাষীদের বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে দমন-পীড়ন এবং পুশব্যাকের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং শুধুমাত্র সন্দেহের বশে নিরীহ বাঙালীদের উপর নির্যাতন বন্ধের দাবী জানান।

মধুসূদন কাটিতে সমবায় ভাবনা দিবসে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও গত ২০ জুলাই সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত কুঞ্জবিহারী সরকারের ২৯ তম প্রয়ান দিবসটি সমবায় ভাবনা দিবস হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদা

সহকারে পালন করল জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত গাইঘাটার মধুসূদন কাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ কর্তৃপক্ষ। এদিন মধ্যাহ্নে প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা কুঞ্জবিহারী সরকারের আবক্ষ মূর্তিতে ফুল-মালা অর্পন করে আয়োজিত সমবায় ভাবনা দিবসের সূচনা হয়ে।

সমিতির সভাপতি কালিপদ সরকারের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা পূর্বচক্রের অবর বিদ্যলয় পরিদর্শন শুভঙ্কর বসু, গোবরডাঙা প্রীতিলতা শিক্ষা নিকেতন (বালক) এর প্রধান শিক্ষক আশিস চক্রবর্তী। বিশিষ্ট সমাজসেবি চিত্তরঞ্জন দে, স্থানীয় সুষ্টিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পম্পা পাল, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি টুকু চক্রবর্তী, আই,ডি,বি,আই ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি ধীমান বিশ্বাস, ছিলেন সমিতির প্রতিষ্ঠাকালের একমাত্র জীবিত সদস্য বর্ষিয়ান পঞ্চানন মণ্ডল প্রমুখ। সমিতির সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যগণ বিশিষ্টজনদের বরণ করে নেন।

সভাপতি কালিপদ বাবু বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জ এই ২০২৫ সালকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। তিনি সমবায় আন্দোলনে সকলকে অংশ গ্রহনের আহ্বান জানান। অন্যান্য বক্তাগণ বলেন, দেশবাসীর নিকট সমবায়ের ভূমিকা অপরিসীম। সমবায়ের মাধ্যমেই উন্নত পৃথিবী, সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। শিক্ষার প্রসারে ও সমবায়ের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে বলে বিশিষ্ট জনেরা মন্তব্য করে।

এদিন এবারের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের অধিকারী এলেকার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, সেই সঙ্গে দুস্থ ও মেধাবী কতিপয় পড়ুয়ার হাতে শিক্ষা উপকরন তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। উপস্থিত সকলে এভাবেই মানুষের সমবায় গড়ে তোলার শপথ গ্রহন করেন। পরিশেষে সমিতির দীর্ঘকালের ম্যানেজার বিদায়ি গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষকে এদিন মানপত্র উত্তরীয় সহ নানা উপহারে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সমিতির পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য মিলন কান্তি সাহার পরিচালনায় সমবায় ভাবনা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯ / ৭০৭৬২৭১৯৫২

অরণ্য সপ্তাহে বৃক্ষরোপন দত্তপুকুর কবিতীর্থের

নীরেশ ভৌমিক ঃ অরণ্য সপ্তাহের (১৪-২০ জুলাই) শেষ দিনে গত ২০ জুলাই বনমহোৎসবের আয়োজন করে দত্তপুকুরের কবিতীর্থ সাহিত্য পত্রিকা গোষ্ঠীর সদস্যগণ। এদিন সকালে সংস্থার প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকার বরুণ হালদারের নেতৃত্বে সংস্থার সদস্য-সদস্যাগণ দত্তপুকুরের ব্যায়াম সমিতি ক্লাব প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপনের উদ্দেশ্যে সমবেত হন। ব্যায়াম সমিতি অঙ্গনে বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন প্রধান শিক্ষক ড. মনোজ ঘোষ, বিশিষ্ট কবি কুমারেশ চক্রবর্তী, ড. অনুপ সরকার, শিক্ষক প্রাণকৃষ্ণ নন্দী, সমাজকর্মী সুব্রত দাস, শ্যামল অধিকারী, পত্রিকা প্রকাশিকা ইতি হালদার, সংস্থার অন্যতম সংগঠক পার্থ মণ্ডল, সোমা সেন, ছিলেন পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য অনিন্দিতা দত্ত রায় প্রমুখ।

বিশিষ্টজনেরা সকলেই কবিতীর্থ সাহিত্য পত্রিকা গোষ্ঠীর এই মহতী কর্মসূচীকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ভূমণ্ডলের ক্রমবর্ধমান উষ্ণায়ন রোধে বৃক্ষরোপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীকে সুন্দর, সবুজ এবং স্বচ্ছ ও নির্মল করে তুলতে প্রচুর পরিমানে গাছের চারা রোপন করার জন্য সকলের নিকট আহ্বান জানান। তবে শুধু রোপন নয়, বৃক্ষচারাগুলোকে সন্তানের মতো পরিচর্যা করে বড় করে তোলার কথাও বলেন। সমস্ত ক্লাব-সংগঠন যদি এভাবে বৃক্ষরোপনে এগিয়ে আসে তাহলে ভারতবর্ষে সবুজ বিপ্লব ঘটবে। বৃক্ষরোপনে সহযোগিতা করার জন্য ব্যায়াম সমিতি ও পাঠাগারের সম্পাদক সুব্রত দাসকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানান কবিতীর্থের সম্পাদক বরুণ হালদার।

আনন্দ সংঘের খুঁটি পুজো

নীরেশ ভৌমিক ঃ আষাঢ়েই খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হল চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী আনন্দ সংঘ পরিচালিত দুর্গোৎসবের। সংঘ সম্পাদক ভবেশ দত্ত জানান, এবারে তাঁদের শারদোৎসব ৫৬ তম বর্ষে পদার্পন করেছে।

বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও চাঁদপাড়া বাজারের বাস স্ট্যান্ড পার্শ্বস্থ জাতীয় সড়কের পাশেই পুজো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মণ্ডপ নির্মানের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

দর্শনীয় মাতৃপ্রতিমা ও পুজো মণ্ডপ এবং সেই সঙ্গে অভিনব আলোক সজ্জা এবারও সমবেত দর্শক সাধারনের মন জয় করবে বলে উদ্যোক্তারা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ঘোষণাপত্র

আমি চম্পা বাহাদুর, পিতা- মৃত সুধীর মান্না, মাতা- মৃত রাধারানী বাহাদুর, স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম- আনন্দপুর, পোঃ ও থানা- ময়না, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর এবং বর্তমান ঠিকানা- কুলানন্দপুর, পোঃ- বয়রা, থানা- বাগদা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণার বাসিন্দা। আমি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি হইতেছি এবং পবিত্র ভারতীয় সংবিধানের একজন বাধ্য নাগরিক। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে। কোরান এবং হাদিশ এর পবিত্রতার সাথে পরিচিত হওয়ার কারণে আমি নিজেকে মুসলিম ধর্মের সারমর্ম, মুসলিম আচার-অনুষ্ঠান সর্ব্বপরি সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং তাঁর শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত করেছি। আমি যে একটি হিন্দু ধর্মীয় পরিবার থেকে এসেছি তার অনুপ্রেরণায়, আমি আমার ধর্মীয় বিশ্বাসকে হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্মে রূপান্তর করতে চাই। ইংরাজী ০৫/০৭/২০২৫ তারিখে বনগ্রাম নোটারী অফিসার মিনা রায় ভৌমিক মহাশয়ার নোটারিয়াল অ্যাটাস্টেড বলে আমি চম্পা বাহাদুর থেকে চম্পা মণ্ডল নামে পরিচিত হলাম।

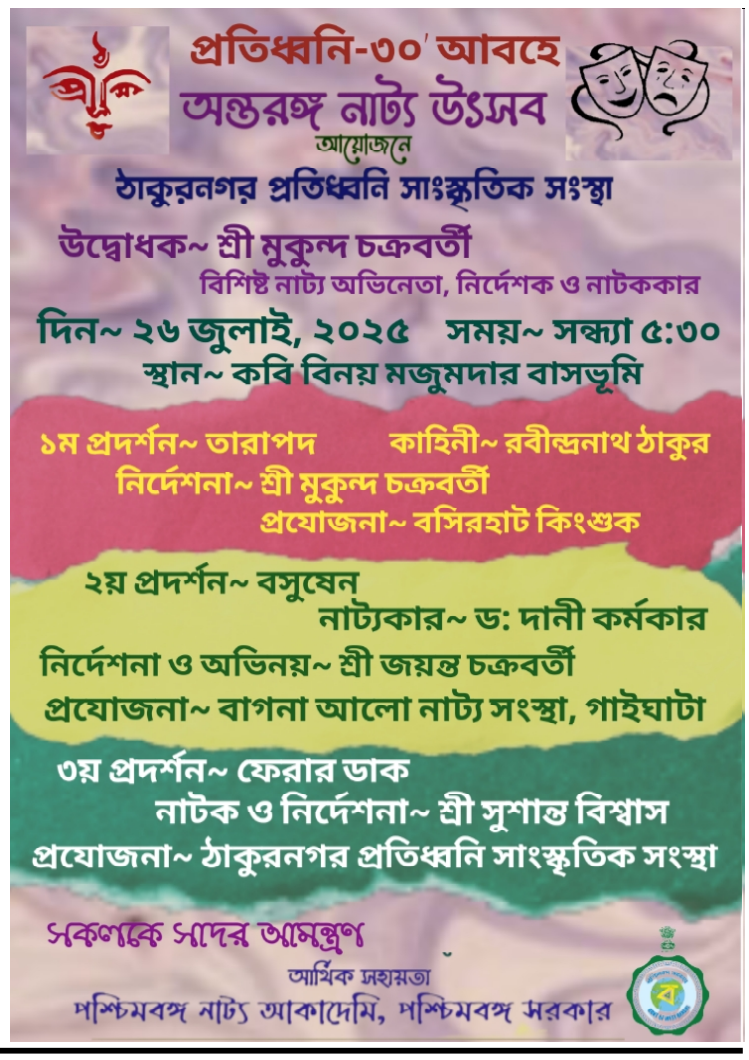

দেশপ্রেম জাগরণে উদ্যোগী নব অনুশীলন সমিতি

সমাচার ঃ বর্তমান সময়ে দেশবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধের বড় অভাব। তাই দেশপ্রেম জাগরণ সহ সকল দুর্নীতি ও নারীর সম্মান রক্ষার লক্ষ্যে পথ চলা শুরু করেছে গাইঘাটার নব অনুশীলন সমিতি। সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারের লক্ষ্যে নানা কর্মসূচী গ্রহন করেছে নব অনুশীলন সমিতির সদস্যরা।

সেই সঙ্গে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে কাজ শুরু করে চলেছে গাইঘাটা ফুলসরা অঞ্চলের পাঁচপোতা বীণাপাণী

নাট্যসংস্থা। সাংস্কৃতিক চর্চা ছাড়াও এই সংস্থার সদস্যরা এলেকার পরিবেশকে স্বচ্ছ, নির্মল এবং দূষণমুক্ত করে তুলতে বৃক্ষচারা রোপনের আহ্বান জানিয়ে চলেছেন। সেই সঙ্গে নিজেরাও এলেকায় গাছের চারা রোপন করে চলেছেন।

সংগঠনের অন্যতম কর্ণধার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী রনপতি রায় ও সমাজকর্মী দিলীপ বিশ্বাস জানান, ব্যক্তিস্বার্থ ও আত্মকেন্দ্রীকতা ভুলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের ব্রত নিয়ে দেশমাতাকে সুন্দর করে তোলার আহ্বান জানিয়ে গত ১৯ জুলাই চাঁদপাড়া স্টেশন চত্বরে সভা করেন নব অনুশীলন সমিতির সদস্যরা। পথসভায় মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন দিলীপ বিশ্বাস, সাধারণ মানুষজন এবং সেই সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ছাত্র-ছাত্রীগণকে এই সংগঠনের সদস্য হয়ে সুস্থ সংস্কৃতি ও সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নবগঠিত অনুশীলন সমিতির সদস্যপদ গ্রহনের আহ্বান জানান বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রনপতি রায়। স্টেশনে অপেক্ষারত রেলযাত্রী ও এলাকার দোকান ও মানুষজন বক্তাদের বক্তব্য মনযোগ সহকারে শোনেন এবং নব অনুশীলন সমিতির সদস্যদের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

কংগ্রেসের শহীদ স্মরন

নীরেশ ভৌমিক ঃ যোগ্য ভোটরদের পরিচয় পত্র প্রদানের ও সুষ্ঠু নির্বাচনের

দাবিতে ১৯৯৩ সালের ২১শে জুলাই কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের যুব সংগঠন মহাকরণ অভিযান আন্দোলনে নামে। যুবকংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ঘটা আন্দোলনের উপর তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়ে মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করে এবং গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে ১৩ জন কংগ্রেস কর্মী নিহত হন। ১৩ জনের মধ্যে ছিলেন গাইঘাটার সিংজল গ্রামের রঞ্জিত দাস। সেই সমস্ত শহীদ স্মরণে বিশাল মিছিল ও সভা না করলেও শহীদদের স্মরণে নির্মিত শহীদ বেদীতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া গ্রামীন কংগ্রেস কমিটি। দলীয় পতাকাও অর্ধনমিত করা হয়। ছিলের কংগ্রেস নেতা শান্তিময় চক্রবর্তী, বাপী দত্ত, বীরেশ ভৌমিক প্রমুখ নেতা ও কর্মীগণ।

মৃদঙ্গম-এর বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্যকর্মশালা

সংবাদদাতা ঃ প্রতিবছরের মতো এবছরও গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্যকর্মশালার আয়োজন করেছিল। গত ১৪ জুলাই থেকে ২১ জুলাই ২০২৫, অশোকনগর বাণীপীঠ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ) এ। এটি ছিল গোবরডাঙা মৃদঙ্গম এর ১নং বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্য কর্মশালা।

৮ দিনের এই নাট্য কর্মশালায় বিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ২২ জন মেয়েরা অংশগ্রহণ করেছিল। এই নাট্যকর্মশালায় বিভিন্ন ধরনের খেলার মধ্যে দিয়ে শিশুদের মনোবিকাশের ও উদ্ভাবনী শক্তির উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। কর্মশালার শেষ দিন অর্থাৎ ২১ জুলাই ২০২৫ মেয়েদের দ্বারা নির্মিত নারীদের জীবনী নিয়ে নাটক "উত্তরণ" স্কুলের অন্যান্য শ্রেণীর ছাত্রি, শিক্ষিকা ও কিছু

অভিভাবকদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়। শেষের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক ও পাঁচুগোপাল হাজরা মহাশয়। অভিভাবকরা নিজের সন্তানকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করে। এই কর্মশালার শিবির পরিচালক ছিলেন সংস্থার কর্ণধার ও নাট্য পরিচালক বরুণ কর। প্রশিক্ষক হিসেবে এই কর্মশালায় শিক্ষা প্রদান করেছে সংস্থার বিভিন্ন সদস্য ও সদস্যরা। যেমন- মনিমোহন মণ্ডল, প্রিয়াঙ্কা কুন্ডু, গোপাল বিশ্বাস, সৌমিতা দত্ত বণিক, বর্নালী সেন, স্বাস্বত বিশ্বাস, বিজয় প্রামানিক এবং আরো অন্যান্য সদস্যরা। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা সমস্ত অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের হাতে কর্মশালার শংসাপত্র তুলে দেন এবং ঘোষণা করেন আগামী দিনে এই ধরনের নাট্যকর্মশালা আয়োজন আরও করবেন। বিশেষ করে যারা বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহী নয়, সেই সমস্ত বাচ্চাদেরকে এই ধরনের কর্মশালার মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয় মুখী করবার প্রচেষ্টা করবেন। সর্বশেষে সংস্থার কর্ণধার সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামী দিনে আরো বেশি করে এই ধরনের বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মশালা করাতে পারেন সেই আশা রাখেন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়। পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়। সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।

আমাদের ISI TESTING CARD -এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

সোনার দাম পেপার দরে

ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে
আমাদের এখানে থেকে ফরেক্স -এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে

জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছে
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।

ফরেক্স -এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলস্‌ম্যান ও অফিস স্টাফ চাই
আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারনেশানাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান , নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট ৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১
আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer

শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেবে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স — বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে), দোতলায়
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়

80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com

কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রুপো, হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে
জুয়েলারী শোরুমে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই
CCTV ক্যামেরা,ফোন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন

প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকল কে জানাই সাদর আমন্ত্রন

নিউ পি. সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিকালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বার করার সুব্যবস্থা রয়েছে।
বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**